কবিতা-পরিচয় সংকলন গ্রন্থের ভূমিকা

'কবিতা-পরিচয়'-এর ছোট্ট একটা ইতিহাস আছে।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি, কবিতা নিয়ে আমার প্রবল মগ্নতার বয়েসে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য পড়তে এসে খুব অসহায় বোধ করি। ক্লাসে আমার কোনো কোনো প্রিয় ইউরোপীয় কবিকেও প্রায় দার্শনিকের চেহারায় পরিচিত হতে দেখে আমি সহ্য করতে পারতাম না। লাইব্রেরিতে পালাতাম, মানুষ যেভাবে অপছন্দের সংসার ছেড়ে অরণ্যে-পাহাড়ে যায়, অনেকটা সেইরকম। সেখানেও একই হতাশা। এমনিতে কবিদের নিয়ে, কবিতা নিয়ে কোনো আলোচনাবই দেখলেই আমার তখন ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়ার অবস্থা। কবিতা এতই প্রাণের জিনিস, তা নিয়ে আস্ত একটা বই, পুরো বইটাই আমার কানে কবিতার কথা শোনাবে! এরকম হাতের নাগালে যা পাই রুদ্ধশ্বাসে পড়ি ও দীর্ঘশ্বাস ফেলি। দীর্ঘশ্বাস এই ভেবে যে, যাঁরা আমার প্রাণের কবি তাঁরা তবে কি প্রকৃতি, ধর্ম, ঈশ্বর, সভ্যতা ইত্যাদি ব্যাপারে শুধুই নিজেদের বক্তব্য বা দৃষ্টিভঙ্গি বা দার্শনিকতা বেশ আটসাঁটভাবে শোনাবার জন্য তাঁদের জীবনযাপন নিংড়ে দেন কবিতায়? সত্যিকার কবিতামাত্রই তো পাঠকের সঙ্গে গোপনে কথা বলে। প্রকৃতি, ধর্ম, সভ্যতা ইত্যাদি নিয়ে গুরুগম্ভীর বক্তব্য নয়, পাঠকের শরীরের রক্ত ও গায়ের চামড়া ছুঁয়ে দুর্বিষহ কথা বলা। এমনকি তার ফিসফিস আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যায়। আলোচনাবইয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার কিছুই মেলে না কেন? কবিতা সেখানে দুপুরের রাস্তায় বিজলী বাতির মতন কুঁকড়ে থাকে।

এই রাগ আর অভিমান আরো প্রবল হয়েছিল আমাদের নতুন বাংলা কবিতার দিকে তাকিয়ে। গত পঞ্চাশ বছরের বাংলা কবিতার শব্দ, ছন্দ, কাঠামো, স্বরভঙ্গি কত বিচিত্রভাবে কী সাংঘাতিক রকম বদলে গেছে, সকলেই জানেন। সূক্ষ্ম, বক্র, জটিল, রহস্য ও বিচ্ছুরণময় এইসব রচনার আনাচে-কানাচে পুরোনো কালের চোখ নিয়ে যে আর বেশি দূর দেখা যাবে না, সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না।

তখন রাগ আর অভিমানেরই বয়েস। মনের সেই অবস্থায় 'কবিতা-পরিচয়'-এর খসড়া মাথায় আসে। এরকম অনেক ভাবনাই আমার মনে আসে আবার যথাসময়ে ভেঙেও যায়। 'কবিতা-পরিচয়'-এর কল্পনাটা দেখলাম ক্রমেই একটা জেদে দাঁড়িয়ে গেল।

এককেটি কবিতার আমূল পরিচয় কীভাবে তুলে আনা যাবে, তা নিয়ে আমার তখনকার অল্পবয়েসের ভাবনা যখন পত্রিকার সম্ভাব্য লেখকদের কাছে ব্যাখ্যা করতাম, তাঁরা যে কী পরিমাণ প্রশ্রয় সহকারে আমাকে সহ্য করতেন সেটা তখন বুঝিনি, এখন বুঝে লজ্জা পাই। আমাদের মাথায় কবিতাপাঠের যে-রীতি দানা

বাঁধছিল তার হুবহু রক্ষণাবেক্ষণের তাগিদে এবং অল্পবয়েসের অবিদ্যায় কারো কারো কোনো কোনো লেখা কখনো কখনো নিষ্ঠুরভাবে কাটছাঁটও করতে হয়েছে। সেক্ষেত্রেও তাঁদের ক্ষমা ও উদারতার কথা ভেবে এখন একই সঙ্গে আশ্চর্য ও অপরাধী মনে হয়। এঁরা প্রায় সকলেই আমার অগ্রজ ও শ্রদ্ধাস্পদ। সকলেই প্রখ্যাত কবি কিংবা প্রতিষ্ঠিত সমালোচক। কিংবা দুই-ই।

১৯৬৬ থেকে, যতদূর মনে পড়ছে হয়তো ৬৮ পর্যন্ত, খুবই এলোমেলোভাবে 'কবিতা-পরিচয়'-এর এগারোটি সংকলন বেরিয়েছিল। তারপরে আর-একটি মাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তাতে কোনো কবিতার আলোচনা ছিল না। ছিল কবিতা লেখা নিয়ে দেশকালজড়িত কয়েকটি প্রশ্ন ও কবিদের উত্তর। সেই সংখ্যাটি বাদে বাকি এগারোটি সংকলনের প্রায় সব লেখাই এই বইয়ে সংগ্রহ করেছি। কেবল অল্প কয়েকটি লেখা বাদ দিতে হয়েছে, বইয়ের আয়তনের শাসনে। সেদিক থেকে এ-বই 'কবিতা-পরিচয়' পত্রিকারই পুনর্মুদ্রণ। যে লেখা যেভাবে ছাপা হয়েছিল হুবহু সেইভাবেই এখানে পুনর্মুদ্রিত হল। কেবল মূল আলোচনাকে ঘিরে পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে ছড়িয়ে থাকা প্রত্যালোচনাগুলি এ-বইয়ে মূল আলোচনার কাছাকাছি এনে দিয়েছি যাতে একই কবিতার আলোচনা ও তা নিয়ে পরবর্তী কোনো তর্ক বা আলোচনা পড়তে পাঠককে পুরো বইটার মধ্যে দৌড়োদৌড়ি করতে না হয়।

'কবিতা-পরিচয়'-এর ব্যাকুল দিনগুলিতে আমাদের মনে প্রধান তাগিদ ছিল রবীন্দ্রনাথ থেকে সাম্প্রতিককালে প্রসারিত, অভিজ্ঞতায় দুরূহ ও রূপে জটিল নতুন বাংলা কবিতার যতদূর-সম্ভব-সম্পূর্ণ পরিচয় গ্রহণে। যেহেতু কবিতা কেবল তার গদ্যার্থ নয়, বা কবির বক্তব্য-প্রকাশক নিবন্ধমাত্র না, নিছক ছন্দ-মিলের অহেতুক কারুকর্মও না, ভাষায় রচিত শিল্পবিশেষ, এক অনিবার্য রূপসৃষ্টি, যেহেতু এই রূপের মধ্যে ধরা আছে কবিতা, এবং রূপের সমগ্রতাই কবিতা, সেই জন্যই কবিতা-আলোচনায় আমাদের মূল মনোযোগ ছিল কাব্যরূপে, তার শব্দ-সন্ধান ও-সংস্থাপনে, এমনকি শব্দের সকল সম্ভাব্য অনুষঙ্গ ও সাংগীতিক নির্দেশও লক্ষ করবার চেষ্টা করেছি। কবিতার গদ্যার্থ ভুলিনি, কবির মনোভঙ্গি মনোযোগের জটিল বিষয় মেনেছি, যাকে বলা যায় Sociology of Poetry তাতেও আমাদের আগ্রহ সজাগ ছিল; কিন্তু বিশেষ করে বলবার কথা এই ছিল যে, কবিতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে, অন্তঃস্থ কল্পনাশৃঙ্খলার এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের এবং সব অংশের সঙ্গে সমগ্রের সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য সন্ধানে এই সবই, কবিতার সমস্তই আরো বেশি স্বচ্ছ হওয়া সম্ভব।

'কবিতা-পরিচয়'-এর কবিতা-আলোচনার এই রীতি সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। তার দরকারই বা কী, গোটা বইটাই তো সেইসব আলোচনার সংগ্রহ। আলোচনা, পুনরালোচনা— কখনো প্রতিবাদী, কখনো পরিপূরক— সবই পাঠকের সামনে তুলে ধরেছি। কেবল একটা কথা উল্লেখ করতে চাই, নতুন কবিতাই ছিল আমাদের সমালোচনার প্রধান শিক্ষাস্থল, সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কবি-সমালোচকের কাব্যচর্চার নিজস্ব অভিজ্ঞতা।

এই স্বল্প আয়তনে বিপুল বাংলা কবিতার স্বভাব-চরিত্র হয়তো আংশিক ভাবেও

ধরা সম্ভব হয়নি। যাঁদের কবিতা আলোচনা করা হয়েছে, তাঁদের যোগ্য কবিতাগুলিই সব সময় আমরা নির্বাচন করতে পেরেছি তা-ও হয়তো নয়। তার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আলোচনার যোগ্য অনেক কবি, অসংখ্য কবিতা এ-বইয়ে অনুপস্থিত। কিন্তু সে দায় এই বইয়ের নয়, সে দোষ ক্ষীণায়ু, ক্ষীণ আয়তন ও অনিয়মিত 'কবিতা-পরিচয়' পত্রিকার। এইসব অতৃপ্তি ও অপূর্ণতা সত্ত্বেও একটা কথা বোধহয় একটু বিনয় মিশিয়ে বললে দোষ হবে না, নতুন স্তর থেকে বাংলা কবিতার দিকে ফিরে তাকানোর প্রয়াস, অন্তর তার প্রয়োজনের প্রমাণ, 'কবিতা-পরিচয়'-এর রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে।

এই সুযোগে একটা কথা জানিয়ে রাখতে চাই। 'কবিতা-পরিচয়' পত্রিকার পরিকল্পনা বা এই সংকলনের সম্পাদনায় নিশ্চয়ই নানা ত্রুটি রয়েছে। সেই ব্যর্থতা পুরোপুরি আমারই। কিন্তু এই সংকলনের যা-কিছু গুণ বা গৌরব, যা-কিছু সার্থকতা, তার সবটুকুই এর লেখকদের শক্তিতেই সম্ভব হয়েছে। সত্যি বলতে কী, 'কবিতা-পরিচয়'-এর স্বনামধন্য বিভিন্ন লেখকের লেখাগুলিই এই বইয়ের শক্তি ও সম্বল। এর জোরেই এর অসার্থক সম্পাদকের সমস্ত অযোগ্যতা ও অপরাধ ধুয়ে যাবে বা অন্তত ঢাকা পড়ে যাবে, এই আমার আশা। না-হলে ষাটের দশকের জেদ ও অবিদ্যাময় একটি কাজকে আজ এতদিন পরে আবার সাজিয়ে দেবার সাহস পাব কী করে!

আমাদের কবিতা পড়ার এই ক্ষীণ চর্চা ভবিষ্যতে বই হয়ে বেরোবার দরকার হবে, কখনো ভাবিনি। বই প্রকাশের মুহূর্তে সেইসব বন্ধুদের কথা মনে পড়ে যাঁরা আমার পাশে না থাকলে 'কবিতা-পরিচয়' পত্রিকা হতোই কি-না সন্দেহ। আর যাঁরা মাসের পর মাস ভালোবাসাবশত 'কবিতা-পরিচয়'-এ লিখেছেন, স্নেহবশত সম্পাদকের অনুরোধ ও অত্যাচার সয়েছেন, তাঁদের কথা, তখনকার সেইসব সঙ্গ এখন আমার জীবনের প্রিয় স্মৃতি। বন্ধুদের যেমন কৃতজ্ঞতা জানানো যায় না, এঁদের প্রতি তেমনি আমার কৃতজ্ঞতার সীমা দেখতে পাই না।

ডিসেম্বর, ১৯৮১